গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহাপরিচালক

কেন্দ্রীয় তহবিল

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

এবং

অতিরিক্ত সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৯

সূচিপত্র

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র----------১

উপক্রমণিকা----------৩

সেকশন ১: কেন্দ্রীয় তহবিল এর রূপকল্প (vision),
অভিলক্ষ্য (mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি----------৪

সেকশন ২: কেন্দ্রীয় তহবিল এর
বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (outcome/impact) ----------৫

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম,
কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ----------৬

সংযোজনী ১: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী
দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি----------৯

কেন্দ্রীয় তহবিল-এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

গত অর্থ বছরের (২০১৭-১৮) অর্জনসমূহ ঃ

কেন্দ্রীয় তহবিল হতে শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরী পোষাক শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারের আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর বিধি ২১৮ অনুযায়ী অনুযায়ী কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করা হয়। তহবিল গঠনের পর এটি পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন ও ৬ জন কর্মচারী নিয়োগসহ নিজস্ব কার্যালয় স্থাপন করা হয়। এ তহবিলে শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকশিল্প কারখানার রপ্তানীমূল্যের (প্রতিটি এলসি নগদায়নের) ০.০৩% অর্থ জমা হয়। এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে ২৬,৩৮,৫০,০০০/= টাকা (ছাব্বিশ কোটি আটত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বিগত ১১ মে ২০১৭ তারিখে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ৫,৮৬,৫০,০০০/- (টাকা পাঁচ কোটি ছিয়াশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ-এর সদস্যভুক্ত সকল তৈরী পোশাক কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক অনুদান এবং শ্রমিকদের মেধাবী ছেলে-মেয়েদের (এসএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত) শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

সমস্যা সমূহ ঃ

১। পর্যাপ্ত জনবলের অভাব ;
২। অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ;
৩। অবকাঠামোগত দুর্বলতা ।

চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

১। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সকল আরএমজিতে কর্মরত শ্রমিক গোষ্ঠীকে কেন্দ্রীয় তহবিল-এর সেবা সর্ম্পকে অবহিত করা।
২। শ্রম আইনের কেন্দ্রীয় তহবিল বিষয়ক ধারার/বিধিমালা আওতায় যে সকল প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা দেয়ার কথা তাদের সকলের অংশ গ্রহন নিশ্চিত করা।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

১। সকল স্তরের রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে কেন্দ্রীয় তহবিলের সেবার আওতায় আনা।
২। শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্য তহবিল কার্যক্রম চালু করা।
৩। কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থায়নে দেশের গার্মেন্টস শিল্প শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের চিকিৎসা সেবার পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা ।
৪। বিধি অনুযায়ী যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় তহবিলে লভ্যাংশ প্রদান করার কথা তাদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য অর্জনসমূহ ঃ

১। অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় তহবিল বিধির আওতায় এনে কেন্দ্রীয় তহবিলে ০.০৩% (মোট রপ্তানি মূল্যের) প্রদান সুনিশ্চিত করা এবং প্রতিষ্ঠানের তহবিল বৃদ্ধি করা।

২। ব্যাপক প্রচারনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সেবা সর্ম্পকে আরএমজি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের অবহিত করা এবং অধিক সংখ্যক শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারকে এ সেবার আওতায় নিয়ে আসা।

৩। শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক অনুদানের পরিমান বৃদ্ধি করা এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সহায়তা প্রাপ্তদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা ।

৪। কেন্দ্রীয় তহবিল-এর আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি সর্বস্তরের মানুষকে জানানোর জন্য নিজস্ব ওয়েবসাইট স্থাপন করে এর মাধ্যমে অনলাইন সেবা প্রদান।

৫। কেন্দ্রীয় তহবিল-এর হিসাব নিরীক্ষন কার্যাদি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য অডিট ফার্ম নিয়োগ।

৬। কেন্দ্রীয় তহবিল-এর বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন একটি লোগো ও শ্লোগান তৈরী ।

৭। বিভিন্ন রপ্তানীমুখী গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান হতে তাদের মোট রপ্তানী মূল্যের ০.০৩% কেন্দ্রীয় তহবিল-এ জমা করে তহবিল বৃদ্ধি।

৮। কেন্দ্রীয় তহবিল-এর কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ।

৯। ব্যাপক প্রচারের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারসহ পোষ্টার/লিফলেট ইত্যাদি তৈরী করা।

১০। কেন্দ্রীয় তহবিল-এর পরিচালনা বোর্ডের সকল সিদ্ধান্ত, পরামর্শ ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন।

উপক্রমনিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর / সংস্থা সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় তহবিল

এবং

অতিরিক্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে ১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ সেকশন ১-৩ এ উল্লিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন-১

১.১। রূপকল্প (Vision)

তৈরী পোশাক কারখানার শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

১.২। অভিলক্ষ (Mission)

সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় তহবিলে মোট রপ্তানিমূল্যের ০.০৩% প্রদান নিশ্চিত করে সকল অঞ্চল ও স্তরের রপ্তানিমুখী প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে কেন্দ্রীয় তহবিল-এর সেবার আওতায় আনা।

১.৩। কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

১। শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

১.৪। কেন্দ্রীয় তহবিল-এর কার্যাবলি ঃ

(ক) কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে অথবা পরবর্তীতে মৃত্যু ঘটলে অথবা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতা ঘটলে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী বা তাহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ও পোষ্যকে তিন লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান;

(খ) কোন সুবিধাভোগী চাকরিরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে বা কর্মক্ষেত্রের বাহিরে কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ অথবা স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে গেলে তিনি বা তাহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে দুই লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান;

(গ) কোন সুবিধাভোগী কর্মকালীন দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে তাহার কোন অঙ্গহানি ঘটলে যা স্থায়ী অক্ষমতার কারণ নয় তাহলে তাকে অনধিক এক লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান;

(ঘ) কোন শ্রমিকের মেধাবী সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে (এসএসসিতে জিপিএ-৪.৫ বা তদূর্ধ্ব প্রাপ্ত) ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা শিক্ষা বৃত্তি প্রদান;

(ঙ) শতভাগ রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে অনধিক ২৫,০০০/- (পচিশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান;

সেকশন-২

কেন্দ্রীয় তহবিল-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	চূড়ান্ত ফলাফল সূচক	পরিমাপের একক	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রক্ষেপন	
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১
প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারের জীবনমান উন্নয়ন।	অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারের সংখ্যা	সংখ্যা	১৩০৬	মৃত: ১৫০০ শিক্ষা: ৫০ চিকিৎসা: ২০০	মৃত: ১৫৫০ শিক্ষা: ৭০ চিকিৎসা: ৩০০	মৃত: ১৬০০ শিক্ষা: ৮০ চিকিৎসা: ৪০০